ভোরের কাগজ

JAN. 03 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গতকাল বুধবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মনজুর এলাহী ও উপাচার্য মনোয়ারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

ইস্ট-ওয়েস্ট ভার্সিটির সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য করুন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ রাষ্ট্রপতি একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী নতুনভাবে গড়ে ওঠা দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি সমাজের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক সমাজে উচ্চশিক্ষা সকলের সামর্থ্যের মধ্যে এবং উন্মুক্ত হওয়া উচিত।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এর উদ্বোধন ও প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করার সময় এ আহ্বান জানান। গতকাল বুধবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম. ওসমান ফারুক। অন্যদের মধ্যে ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মনজুর এলাহী, যুক্তরাষ্ট্রের ইস্টার্ন মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ বিজনেসের ডিন অধ্যাপক আর্ল এইচ পোটার, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এম মনোয়ারুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

রাষ্ট্রপতি মেধাবী ও গরিব ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা ব্যয়বহুল হলেও মেধাবী ছাত্ররা যাতে এর সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য উদ্ভাবনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রশংসাযোগ্য যে, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা রয়েছে। এসব সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়ানো উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতি নতুন নতুন জ্ঞান আহরণে গবেষণাকর্ম ও শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এসব ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি উচ্চশিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন, নতুন প্রযুক্তির সুযোগ গ্রহণ ও বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বাড়াতে উচ্চশিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এমবিএ, ইএমবিএসহ বিভিন্ন বিভাগের ৯৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেন। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনসহ দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও শিক্ষানুরাগীদের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. ফরাসউদ্দিন এর প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্যও ছিলেন।